দৈনিক বাংলা

015

তারিখ 19 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন

শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান শুক্রবার ঢাকায় বলেছেন যে, আগামী শিক্ষা বছর থেকে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রমের মানোন্নয়নের চেষ্টা চলছে। এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন যে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা শিক্ষাহীনতার চেয়েও খারাপ।

আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তক বিশেষ করে টেক্সটবুক বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান মান যে অত্যন্ত নীচু সম্প্রতিকালে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রতিবেদনে তার প্রমাণ রয়েছে। নিম্নতম শ্রেণী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বইয়ে এত ভুল যে তা পাঠ করা এবং অর্থ উদ্ধার করা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের তো বটেই, তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের পক্ষেও দুরূহ। এছাড়াও আছে ব্যাকরণগত ও ভাষাগত ত্রুটি। লেখাগুলোর মানও অতি নীচু। আর আছে তথ্যগত ভুল। অংকের বইতে যেসব ভুল রয়েছে তা ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের পক্ষেই আতংকজনক। আবার বইগুলোতে এমনসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে যার কোনই দরকার ছিল না। সব মিলিয়ে এসব বই পুরোপুরি বর্জন করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয়, বছরের পর বছর ধরে ভুল-কণ্টকিত ও নীচুমানের এই সব বই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে মাত্র। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভের বদলে অনেকক্ষেত্রেই ভুল তথ্য জানাই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কাউকেই ভুল শেখাবার অধিকার কারো নেই। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের তো নয়ই। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে বইগুলো আমাদেরই শ্রদ্ধাভাজন পন্ডিতদের দ্বারা লিখিত ও সম্পাদিত হয়েছে। কি করে এইসব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের হাত গলিয়ে এমন নিকৃষ্টমানের ও ভুলভ্রান্তি সম্পর্কিত পুস্তক বেরোল এবং বোর্ডই বা কেমন করে তা প্রকাশ করল আমরা তা ভেবে বিস্মিত হয়েছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দৈনিক বাংলার প্রতিবেদনগুলোতে মাত্র গুটিকয়েক ভুলের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। সব ভুল বের করা হলে বইগুলোর বোধকরি কিছু আর থাকবে না। লেখা বাছতে কম্বল উজাড় হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়নি। এমন কিছু বই আছে যেগুলো বোর্ডের নিজস্ব প্রকাশনা নয়—অনুমোদিত পুস্তক। সেগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। এর ফলে স্কুলগুলোতে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা না দিয়ে উপায় নেই।

কিন্তু জাতিকে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা বা কুশিক্ষা দান করা একটা অপরাধ। শিক্ষামন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা শিক্ষাহীনতার চাইতেও খারাপ। তাই উন্নতমানের ও ত্রুটিহীন তথ্য সংবলিত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থা নিতে চলেছেন আমরা তা সমর্থন করি। যেভাবে হোক পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন অপরিহার্য।